FEB. 1 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

শিক্ষানীতিকে আরও কার্যকর ব

মমতাজ লতিফ

প্রাথমিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক মূল্যে
মূলকথা- 'অপরের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, অপরের
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা, সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব' ইত্যা
থাকা দরকার। বর্তমান সমাজের চরম সহনশীলতার অভাব, আত্মকে
প্রেক্ষিতে এ মূল্যবোধের চর্চা খুব দরকার যা এ প্রতিবেদনে বাদ প
শিক্ষাক্রমেও বাদ পড়ে যাবে।

বর্তমান সরকার জাতীয় এবং যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে এবং কমিটি শিক্ষানীতি সংবলিত একটি প্রতিবেদন '৯৭ সালে প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদন "মূল্যায়ন করে অর্থায়নসহ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করার জন্য সরকার ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করে।" – ভূমিকা, ড. নজরুল ইসলাম কমিটির প্রতিবেদন। এ ভূমিকার শেষ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "পূর্ববর্তী কমিটির প্রতিবেদনকে নীতিতে রূপান্তরিত করেছে।"

বর্তমান আলোচ্য ৬ সদস্যের কমিটির প্রতিবেদন পাঠ করে কতগুলো বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। প্রতিবেদনটি সংসদে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এটি বাস্তবায়ন হতে এখনও বিলম্ব আছে, তাই এটাকে আরও পূর্ণাঙ্গ, সমৃদ্ধতর প্রতিবেদনে রূপান্তরিত করার জন্য কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

১. সাধারণত একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর প্রয়োজন হয় এটিকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও অর্থায়ন দ্বারা বাস্তবায়নযোগ্য করা। এভাবেই কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হওয়ার পর বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষাস্তরের ওপর কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট। প্রত্যেক স্তরের কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট মূল কুদরাত-এ-খুদা কমিটি রিপোর্টে উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে তুলে নিয়ে এর শিক্ষাক্রম, মানবন্টন, উপকরণ, পুস্তক রচনা ইত্যাদির নির্দেশ করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনে এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি আরও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনার অপেক্ষায় আছে যা না করে প্রতিবেদনটি লক্ষ্যচ্যুত রয়ে গেছে।

২. ভূমিকার শেষ প্যারায় উল্লিখিত বক্তব্য "মূল প্রতিবেদনকে নীতিতে রূপান্তর করা"র বিষয়টি বোধগম্য নয়। কেননা, মূল প্রতিবেদনে প্রত্যেক স্তরের জন্য লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল। এ প্রতিবেদনে দরকার ছিল বাস্তবায়ন কৌশল, অর্থায়ন।

৩. এ প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের যে শিক্ষাক্রম কাঠামো (সংযোজনী ১ ও ২) উপস্থাপন করা হয়েছে, তার কোন কোন অংশ শিক্ষকদের আওতাধীন, যা ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যায় না। (ছড়া-৫০ মিনিট, আঁকা-৪০ মি. ইত্যাদি)।

৪. এ প্রতিবেদনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক পূরণ করা দরকার, তাহলে রিপোর্টটি কার্যকর, বাস্তবায়ন উপযোগী শিক্ষানীতির দলিল হয়ে উঠবে।

৫. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাক প্রাথমিক সাব-সেক্টরের বর্ণনাটি আরও পূর্ণাঙ্গ হবে যদি এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে এটি ৫ + বয়সের সব শিশুর জন্য। আবার বলা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর প্রথম ৬ মাস এ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে, অর্থাৎ ৬ বছরের শিশুদের এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতি থাকা দরকার।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ কার্যক্রমের (ডঈডউ) একটি অংশ। শিশুর বিকাশে নিয়োজিতদের শিশুর ঝঁথরাধষ এবং উবাবযড়ঢ়সবহঃ-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৫ + বা ৬– ৭/৮ বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে। এ কারণে শিশুর বিকাশ কার্যক্রম শুধুমাত্র অক্ষর বা সংখ্যা শেখার পূর্ব প্রস্তুতি নয়, বরং এটি শিশুর চিন্তা করার দক্ষতা, সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নীতিবোধকে জাগ্রত করবে এবং সেইহেতু এটি শুধু ৬ মাস বা ১ বছর নয়

বরং এর উপাদান ১ম, ২য়, ৩
ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজ

বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে
কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুণ
উন্নতি ঘটে, তাই ছেলেমেয়েরা বি
আগ্রহী হয় বলে ঝরে পড়া রোধ ক
শিখনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ফল
অপচয় রোধে সহায়ক হয়। তাছ
মানোন্নয়ন ঘটা ছাড়া নকলপ্রবণতা হ্রা
বলা বাহুল্য।

এই লক্ষ্যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে
গ্রহণ করে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, শি
প্রশিক্ষণের উল্লেখ থাকা দরকার।

এ কার্যক্রমটি নির্বাচিত বিদ্যালয়ে
বছরে সারাদেশের বিদ্যালয়ে গৃহীত হ

৬. প্রাথমিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলকথা– 'অপ
প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, অপরের
শ্রদ্ধাবোধ থাকা, সংখ্যালঘুর প্রতি সং
ইত্যাদি সংযুক্ত থাকা দরকার। বর্তমা
সহনশীলতার অভাব, আত্মকেন্দ্রিকত
মূল্যবোধের চর্চা খুব দরকার যা এ